বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০১। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবি মানুষের অবদানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াসকে একইসূত্রে গেঁথেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শিল্পায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের সুমহান লক্ষ্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

০২। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করে। আইনটি ০১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সালে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের সংস্করণ। ইতোপূর্বে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধন পূর্বক 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং এর কতিপয় বিধি সংশোধন ও সংযোজন করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৫ সনে সংশোধন করা হয়।

০৩। আইনের উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যাতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (নির্মান শ্রমিক, কৃষিকাজ, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা/ভ্যান চালক ইত্যাদি) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

০৪। ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

০৫। ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

০৬। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড ঃ

ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব উক্ত বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম পরিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন;
(খ) অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(গ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
(ঘ) দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
(ঙ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
(চ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
(ছ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং
(ঞ) শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

০৭। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক/শ্রমিকের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.blwf.gov.bd)প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মাধ্যমে দেশে সাধারন শ্রমিক জনগোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্যাবলী খুব সহজেই জানতে পারবে এবং আর্থিক অনুদান ফরম ডাউনলোড করতে পারবে।

(২) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ব্যাপক প্রচার ও প্রচারনার জন্য ১ মিনিট ব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন দীপ্ত টেলিভিশনের প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি ইতোমধ্যে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে প্রচার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সাধারন মানুষ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেবা সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছে।

(৩) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যায়ক্রমে মহাপরিচালক সহ ৮ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের কাজের গতি বহুগুন বাড়িয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য অফিসকক্ষ সম্প্রসারন ও মেরামতের কাজ করা হয়েছে।

(৫) প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা/পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অডিট ফার্মকে সম্প্রতি নির্বাচন করা হয়েছে।

(৬) শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের শূন্য পদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মোট ১২(বার)জন চিকিৎসক/মেডিকেল অফিসার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি লোগো ও স্লোগান নির্বাচন করা হয়েছে যা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং বিশেষত্বকে রিপ্রেজেন্ট করে।